বার্ষিক বিআরটিসি সমাচার

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

Bangladesh Road Transport Corporation (BRTC)

• প্রথম সংখ্যা • সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত (অক্টোবর ২০২০ এ প্রকাশিত)

সূচিপত্র:

বিআরটিসি আইন ২০২০ প্রনয়ণ

বহুমাত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা (নিয়োগ, পদোন্নতি বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ)

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিআরটিসি'র সাফল্য

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীতে বিআরটিসি'র কার্যক্রম

বিআরটিসি'র কার্যক্রমের আধুনিকায়ণ (কারিগরি ও আইসিটি)

দুর্যোগকালীন (করোনা বন্যা, হরতাল) সময়ে বিশেষ সেবা প্রদান

মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ)

একনজরে বিআরটিসি

ই-মেইল:
chairman@brtc.gov.bd

ওয়েব সাইট:
www.brtc.gov.bd

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর কার্যক্রমের আলোকে বিগত ১ (এক) বছরের একটি বিশেষ বুলেটিন "বার্ষিক বিআরটিসি সমাচার" নামে প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ সমন্ধে সাধারণ জনগণ জানতে পারবে। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সততার মাধ্যমে বিভিন্ন সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করে বিআরটিসি'র এ পর্যন্ত অগ্রগতি সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তারা এর মাধ্যমে আরো অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। নিঃসন্দেহে এ ধরণের উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আরো স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী ভাবমূর্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

মোঃ এহছানে এলাহী
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০

Road Transport Corporation Ordinance,1961 (East Pakistan Ordinance No.VII of 1961) এর অধিন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে উক্ত Ordinance রহিতপূর্বক তার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা প্রতিফলনে যুগোপযোগী করার নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নূতন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ছিল। তাছাড়া দেশের স্বাধীনতাউত্তর ক্ষতিগ্রস্থ বিআরটিসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ছিল। বিআরটিসি'র সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন তথা বোর্ডকে শক্তিশালী করা বিশেষত: বিদ্যমান আইনে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে বিআরটিসি'র কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মন্ত্রণালয়/সংস্থার কোন সদস্য সম্পৃক্ত না থাকায় বিআরটিসি'র কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

এ প্রেক্ষাপটে Road Transport Corporation Ordinance,1961 (East Pakistan Ordinance No.VII of 1961) এর স্থলে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশন করে সড়ক পরিবহন সেবা পরিচালনা সংক্রান্ত একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী আইন বাংলায় প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এই আইনটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রনীত খসড়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০ গত ০৬/১১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। নীতিগতভাবে অনুমোদিত খসড়াটি ০৭/৫/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভেটিং প্রদান করে। এরপর ০২/৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, উক্ত বিলে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত প্রতিফলিত হওয়ায় আইনটি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ উত্থাপনের/অনুমোদনের পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০ নামে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বিগত এক বছরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উদ্বোধন সংক্রান্ত তথ্য।

২৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি কর্তৃক ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১টি বাস অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি মহোদয় বিআরটিসি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভা করেন।

২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল- ১১.০০ ঘটিকায় বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণ এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণ শুনানি এবং ভেহিকাল ট্র্যাকিং এর শুভ উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয়।

১২ মার্চ ২০২০ তারিখ সকাল- ১০.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের চেয়ারম্যান দপ্তর হতে বিআরটিসি পাবনা ও সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), প্রধান কর্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রান্ত হতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কর্যালয়ের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।

বহুমাত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা

একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর সময়ে বিআরটিসি প্রশাসন বহুমাত্রিক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। নিয়োগ, পদোন্নতি ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

নিয়োগ সংক্রান্ত

কর্পোরেশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের স্মারক নং ৩৫.০০.০০০০.০১৩.১১.০০১. ১৫.২০৮, তারিখ ২৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ মূলে ৪০০ জন অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশন হতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত চালকদের কর্পোরেশনের গাজীপুরস্থ কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউট এ ওরিয়েন্টশন প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে গত ০১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ০৮ জন, ১৩/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৫০ জন, ১৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৪৯ জন, ২৩/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৫০ জন, ২৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৪১ জন, ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ০৪ জন, ২৫/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ০২ জন, ০২/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ জন, ১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৭১ জন, ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১৩ জনকে বিআরটিসির চালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

পদোন্নতি সংক্রান্ত

গত ১৬/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কর্পোরেশনের ডিজিএম (অডিট) পদে ০১ জন, ম্যানেজার (অপাঃ) পদে ০১ জন, ম্যানেজার (প্ল্যানিং) পদে ০১ জন, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ০১ জনকে এবং ০২/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সহকারী পরিযান কর্মকর্তা পদে ০৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

এছাড়াও গত ৩০/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ফোরম্যান ০২ জন, সহকারী ফোরম্যান ১৬ জন, টেকনিক্যাল সহকারী ০১ জন, কারিগর-এ (সাধারন) পদে ৩৯ জন, কারিগর-এ (ট্রেড) ১৫ জন, কারিগর-বি (সাধারন) ২৪ জন, কারিগর-বি (ট্রেড) ১১ জন, কারিগর-সি (সাধারন) ১০৬ জন এবং কারিগর-সি (ট্রেড) পদে ৭৪ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণঃ

সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরে বিআরটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে মোট ৪৭টি মামলা রুজু ও ২৯টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের মধ্যে ২৫টি দন্ড এবং ০৪ টিতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ৩৫টি ধারা সম্বলিত Road Transport Corporation Ordinance,1961 (East Pakistan Ordinance No.VII of 1961) এর স্থলে যুগোপযোগী করে ২৯টি ধারার সমন্বয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০ প্রণীত।
- সরকার কর্তৃক বাস্তবতার নিরিখে জনস্বার্থে নিরাপদ সড়ক পরিবহন সেবা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন রুটে যাত্রী ও পণ্যবাহী মোটরযান পরিচালনা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান।
- প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অন্য কোনো স্থানে এবং বিদেশে ইহার অধঃস্তন অফিস বা ইউনিট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মেরামত কারখানা বা ডিপো স্থাপন।
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা লাভজনক নয়, এরূপ বাস বা ট্রাক দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ইজারায় পরিচালনা করা।
- কর্পোরেশনের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। এতে স্থানীয় সরকার, মন্ত্রিপরিষদ, অর্থ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক এবং জননিরাপত্তা বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ডিটিসিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধি এবং প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ হতে একজন (তন্মধ্যে কমপক্ষে ০৩ জন মহিলা সদস্য) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সনের অধ্যাদেশে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ছিল।
- কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হবে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০ (দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের ১০০ (একশত) কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হবে। পরিশোধিত মূলধনের শেয়ারের মধ্যে অন্যূন ৫১% শেয়ার সরকারের মালিকানাধীন থাকবে এবং অবশিষ্ট ৪৯% শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। ১৯৬১ সনের অধ্যাদেশে অনুমোদিত মূলধনের পরিমান ছিল ৬(ছয়) কোটি টাকা।
- কর্পোরেশন প্রতি বছর পরবর্তী অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করবে।
- কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি অর্থ বছরের হিসাব ও কর্মকান্ডের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করা হবে।
- কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনাক্রমে এক বা একাধিক কোম্পানী গঠন করতে পারবে।
- বিশেষ পরিস্থিতি, যেমন-হরতাল, পরিবহন ধর্মঘট, জরুরী অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজন, বিশ্ব ইজতেমা, মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে বিশেষ সড়ক পরিবহন সেবা প্রদানের বিধান।
- কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং কর্পোরেশনের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণা করার বিধান।
- কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীগণ জনসেবক (Public Servent) বলে গণ্য হবে।

বিগত এক বছরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উদ্বোধন সংক্রান্ত তথ্য।

০৯ মার্চ ২০২০ তারিখ সকাল- ১০.০০টায় বিআরটিসি বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন ভবন এর শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি)। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিআরটিসি ও জেলা প্রশাসন, বরিশালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বরিশাল ডিপোর কর্মচারিবৃন্দ।

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ বিআরটিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটের প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় বিআরটিসি ও SEIP এর যৌথ উদ্যোগে মোটরযান ড্রাইভিং এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণের ৬ষ্ঠ রাউন্ড কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করেন বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় খুলনা জেলার মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান হিসেবে বিআরটিসি'র ০১টি টাটা ননএসি বাস হস্তান্তর করেন বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিআরটিসি'র সাফল্য

বিআরটিসি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কর্মপরিধী বৃদ্ধিসহ কাজের গুনগতমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত হিসাব বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি সাধন করেছে। ব্যাংক স্থিতি বৃদ্ধি, গ্রাচুইটি, সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। নিম্নে হিসাব বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সাফল্যর বিবরণ দেওয়া হ'ল।

(ক) বেতন -ভাতা সংক্রান্ত ঃ

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটে গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে ৬৫,৪৮,১৮,৪২৬.০০ (পয়ষট্টি কোটি আটচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার চারশত ছাব্বিশ) টাকা। বর্তমানে চাহিত সময়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরে সর্বমোট বেতন-ভাতা পরিমান ৮৮,৫৫,৫২,৩৯৮.৫২ (আটাশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত আটানব্বই টাকা বায়ান্ন পয়সা) টাকা। বর্তমানে পরিশোধ করা হয়েছে ৮৮,৬৫,৭৪,৯২৫.৫২ কোটি টাকা। যা বিগত বছরের তুলনায় অতিরিক্ত পরিশোধিত ২৩,১৭,৫৬,১৯৯.৫২ (তেইশ কোটি সতের লক্ষ ছাপান্ন হাজার একশত নিরানব্বই টাকা বায়ান্ন পয়সা) টাকা যা পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

(খ) ব্যাংক স্থিতিঃ

কর্পোরেশনের সকল ব্যাংক হিসাবে গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ব্যাংক স্থিতি ছিল ১২,৩৬,২৫,১২৬.৪৯ (বার কোটি ছত্রিশ লক্ষ পচিশ হাজার একশত ছাব্বিশ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা। বর্তমানে চাহিত সময়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরে সর্বমোট ২৬,০৩,৫৪,০৮৩.০০ (ছাব্বিশ কোটি তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিরাশি) টাকা ব্যাংক স্থিতি রয়েছে। যা বিগত বছরের তুলনায় ১৩,৬৭,২৮,৯৫৬.৫১ (তের কোটি সাতষট্টি লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শত ছাপান্ন টাকা একান্ন পয়সা) টাকা বেশী।

(গ) অন লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুঃ

হিসাব বিভাগের যাবতীয় লেন-দেন তথা কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা তাদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে অন লাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। এছাড়াও ছাড়পত্রসহ হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অন-লাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

(ঘ) অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি নগদায়নের পাওনা পরিশোধঃ

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৩৬,৫৬,৭১২.০০ (ছত্রিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার সাতশত বার) টাকা ছুটি নগদায়েনের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে চাহিত সময়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরে সর্বমোট ১,১০,২৪,৬৯৫.০০ (এক কোটি দশ লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শত পঁচানব্বই) টাকা ছুটি নগদায়েনের পরিশোধ করা হয়েছে। যা বিগত বছরের তুলনায় অতিরিক্ত ৭৩,৬৭,৯৮৩.০০ (তেয়াত্তর হাজার সাতষট্টি লক্ষ নয়শত তেরাশি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঙ) অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সিপি এফ পাওনা পরিশোধঃ

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে সিপি এফ পাওনা বাবদ সর্বমোট ২,৪৩,৮২,৮৭৪.৪১ (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত চুয়াত্তর টাকা একচল্লিশ পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে চাহিত সময়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরে সিপি এফ পাওনা বাবদ সর্বমোট ৬,৪৫,২৫,৫৩৫.৩৭ (ছয় কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা সাইত্রিশ পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যা বিগত বছরের তুলনায় অতিরিক্ত ৪,০১,৪২,৬৬০.৯৬ (চার কোটি এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত ষাট টাকা ছিয়া নব্বই পয়সা) টাকা বেশি পরিশোধ করা হয়েছে।

(চ) গ্র্যাচুইট পরিশোধঃ

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে গ্র্যাচুইটি পাওনা বাবদ সর্বমোট ১৯,০৭,৫৯৪.৪৭ (উনিশ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত চুরানব্বই হাজার সাতচল্লিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে চাহিত সময়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরে গ্র্যাচুইটি পাওনা বাবদ সর্বমোট ২,৯৫,৭৫,৯৫৪.০০ (দুই কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত চুয়ান্ন) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যা বিগত বছরের তুলনায় অতিরিক্ত ২,৭৬,৬৮,৩৫৯.৫৩ (দুই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত উনষাট টাকা তেপান্ন) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, হিসাব বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজে দক্ষতা, অভিজ্ঞতার এবং দায়িত্বশীলতার কারনে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও সুন্দর এবং সুচারুরূপে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

বিগত এক বছরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উদ্বোধন সংক্রান্ত তথ্য।

২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় গাবতলি বাস ডিপোর অফিস ভবন উদ্বোধন ও বৃক্ষ রোপন করেন এবং ২৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল- ১০.০০টায় জনসাধারনের সুবিধার্থে প্রথমবারের মতো গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত বিআরটিসি এসি বাস সার্ভিস চালু করলেন বিআরটিসি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫/০৮/২০২০ তারিখে বিআরটিসি'র কনফারেন্স রুমে বেলা- ১২.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সভাপতিত্ব করেন বিআরটিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী। বিআরটিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও বিআরটিসি সকল ডিপো/ইউনিটের কর্মকর্তা- কর্মচারিগণ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সংযুক্ত থাকেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে বিআরটিসির চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০২/০৬/২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে লকডাউন কালীন সময়ে বিআরটিসির কার্যক্রম সম্পর্ক মাননীয় মন্ত্রী অবগত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এবং গত ২৫/০৭/২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সাথে বিআরটিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনলাইন ভিডিও কনফারেন্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঈদ স্পেশাল সার্ভিস উপলক্ষে বিআরটিসির গৃহীত পদক্ষেপসহ বিআরটিসির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। পরিশেষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীর পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিআরটিসি'র কর্মসূচি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী বিআরটিসি গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করেছে। জাতীয় কমিটির কর্মসূচি এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের গৃহীত কর্মসূচির সাথে মিল রেখে বিআরটিসি মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৩ টি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ০৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি কর্মসূচি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সড়ক ও জনপদ বিভাগের রক্তদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে বিআরটিসি সদস্যগণ এতে রক্তদান করবে। Covid-19 পরিস্থিতি অনুকূল হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। অনুরূপভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলে ০২টি বাসযোগে বিভিন্ন সংস্থার ৮০/৮৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে জাতির পিতার সমাধিস্থল জিয়ারত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গত ১৭ মার্চ হতে ২৫ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত টুঙ্গীপাড়াস্থ ঘোনাপাড়া মোড় হতে জাতির পিতার সমাধিস্থল পর্যন্ত ০২টি বাস বিনা ভাড়ায় সাধারণ যাত্রীদের পরিবহন সেবা প্রদান করেছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত পোস্টার বিআরটিসি'র সকল বাস, ট্রাক ও ট্রেনিং কারে লাগানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান ও বিআরটিসি সেবা বিষয়ে ১৫ মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করে বাসের মনিটরে প্রদর্শন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি, বাণী ও কর্মকান্ড উল্লেখপূর্বক ২৩টি বাসের বডি ব্রান্ডিং এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট প্রদর্শন করা হচ্ছে। নির্ধারিত কর্মসূচি ছাড়াও বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ২০'x৮' সাইজের একটি এলইডি মনিটর স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলায় একটি কক্ষে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য, একটি বুকশেল্ফ, ০২টি সোফা ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক রাখার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের গৃহীত কর্মসূচিগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নে বিআরটিসি বদ্ধপরিকর।

বিআরটিসি'র কার্যক্রমের আধুনিকায়ন (কারিগরি ও আইসিটি)

বিগত ০১ বছরে বিআরটিসি আইসিটি ও কারিগরি ব্যবস্থা আধুনিকায়নে বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। "ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC-2) ঋণের আওতায় সংগৃহিত ৬০০ টি নতুন বাসে Vehicle Tracking System (VTS) সংযোজন করা হয়েছে এবং ৫০০ টি নতুন ট্রাকে Vehicle Tracking System (VTS) সংযোজন এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন, Vehicle Tracking System (VTS) এর মাধ্যমে প্রতিটি গাড়ির অবস্থান, দৈনিক অর্জিত কিলোমিটার, ওভারস্পীড, দুর্ঘটনার কারণ ইত্যাদি নিরূপন করা সম্ভব হবে। ফলে বিআরটিসি'র বহর পরিচালনায় দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পাবে। Google Drive এর মাধ্যমে দৈনিক ডিপো সমূহের গৃহিত মেরামত কার্যক্রম এবং কারিগরি ব্যয়ের তথ্যাদি আপ টু ডেট করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কারিগরি বিভাগ কর্তৃক মনিটরিং করা হচ্ছে। Vehicle Tracking System (VTS) এবং Google Drive এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা করা হয় এবং বিআরটিসি'র কারিগরি নীতিমালার কোন ব্যত্যয় যেন না ঘটে সে বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে কঠোর মনিটরিং করা হয়ে থাকে। সদ্য ক্রয়কৃত ৬০০ টির সকল বাসে Display Board সংযোজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বাস স্টপেজে অপেক্ষমান যাত্রীগণ গাড়ি কোথা হতে আগমন করেছে এবং কোথায় গমন করবে তা বুঝতে পারবে। প্রতিটি বাসের অভ্যন্তরে Digital Display Unit এবং মনিটরিং ক্যামেরা সংযোজনের ফলে চালক/কন্ডাক্টরগণ বাসে প্রতিটি যাত্রীর আচরণ বিধির উপর লক্ষ্য রাখতে পারে এবং মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়া Automation এর অংশ হিসাবে বিআরটিসি'র গাবতলী, কল্যাণপুর এবং জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে Fleet Management Software এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং বিআরটিসিকে সম্পূর্ন অটোমেশন করার জন্য সফটওয়্যার এর Flow Chart এর Diagram এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। Fleet Management Software এর মাধ্যমে যানবাহনের দৈনিক/মাসিক অর্জিত কিলোমিটার, হালকা/রানিং মেরামত ব্যয় (যন্ত্রাংশ, ব্যাটারী) টায়ার ব্যয়, ভারী মেরামত ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় (ডিজেল, গ্যাস ও লুব অয়েলসহ) ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ের ডাটাএন্ট্রি সাপেক্ষে তাৎক্ষনিক পাওয়া সম্ভব হবে। Fleet Management Software এর মাধ্যমে ডিপো/ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন যানবাহনে ইস্যুকৃত যন্ত্রাংশ, ব্যাটারী ও টায়ার এর মূল্য সংবলিত তথ্যাদি প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় ষ্টোর কর্তৃক মনিটরিং করা সম্ভব হবে। এছাড়াও প্রতিটি যানবাহনে কর্পোরেশনের মেরামত নীতিমালা অনুযায়ী হালকা/রানিং ও ভারী মেরামত ব্যয় এবং জ্বালানী ব্যয় নীতিমালার বহির্ভূতভাবে ডিপো/ইউনিট কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয় করা হচ্ছে কিনা/ক্যাশ ইন হ্যান্ড এর পরিমান এর দৈনিক/মাসিক তথ্যাদি Fleet Management Software এর মাধ্যমে নিরূপন করা সম্ভব হবে। বাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত কারিগরি নির্দেশনা অনুযায়ী ইঞ্জিন অয়েল ও অন্যান্য লুব্রিকেন্টস পরিবর্তনের সময় এবং যানবাহনের বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার পরিবর্তনের সময় হওয়ার সাথে সাথে Fleet Management Software এর মাধ্যমে Notification (Business Intelligence Report) পাওয়া যাবে, যা প্রধান কার্যালয়ের কারিগরি বিভাগ কর্তৃক মনিটরিং করা সম্ভব হবে। ফলে বিআরটিসি আরো দক্ষতা এবং আধুনিকতার সাথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনা সম্ভব হবে"। তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র জোয়ারসাহারা, বগুড়া ও রংপুর বাস ডিপোর উদ্যোগে বিভিন্ন রুটে এসি বাসে Wi-Fi Internet সুবিধা চালু আছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে Wi-Fi Internet সুবিধা চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিগত এক বছরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উদ্বোধন সংক্রান্ত তথ্য।

২৯/০৭/২০২০ তারিখ সকাল- ১১.০০ ঘটিকায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)সহ এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও ২৮/০৭/২০২০ তারিখ সকাল- ১১.০০ ঘটিকায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) সহ এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এপিএ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদিত হয়।

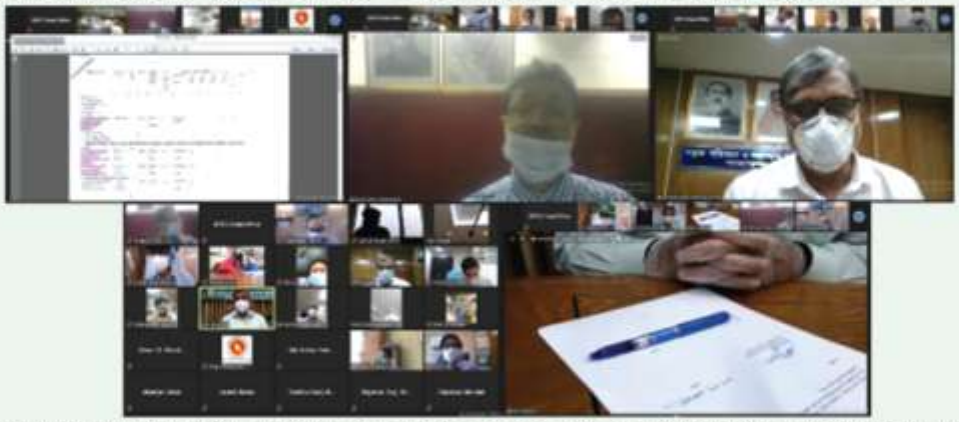

বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণ এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩ জুন ২০২০ তারিখ সকাল- ১০.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণ শুনানি'র আয়োজন করা হয়।

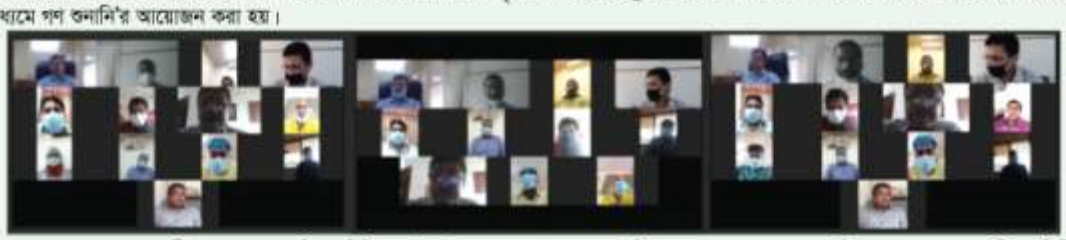

জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি ০৭/০৯/২০২০ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় সরকারের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং বিআরটিসির কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো ও ট্রেনিং সেন্টার এর নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং ডিপো ও ট্রেনিং সেন্টারের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

২২/০৭/২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২০ উপলক্ষে বিআরটিসি ঈদ স্পেশাল সার্ভিস-এ গৃহীত পদক্ষেপ ও করণীয় সম্পর্কে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল ডিপো ইউনিটের ইউনিট প্রধান/ম্যানেজারগণ।

১৫ জুলাই ২০২০ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে "বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০" উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং সভাপতিত্ব করেন মুখ্য সচিব মহোদয়। অনুষ্ঠানে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানসহ সরকারি-বেসরকারি এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন।

বিগত এক বছরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উদ্বোধন সংক্রান্ত তথ্য।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভপতিত্বে তাঁর সাথে বিআরটিসিসহ এ বিভাগের দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৫/০৬/২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

০৫/০৪/২০২০ খ্রিঃ ০১ এপ্রিল ২০২০খ্রিঃ, ২৯ মার্চ ২০২০খ্রিঃ এবং ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বিআরটিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিবসহ প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কর্পোরেশনের সকল ইউনিট প্রধান ও ম্যানেজারদের সমন্বয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ডিপো/ইউনিটের সার্বিক পরিস্থিতি ও কোন কোন ডিপো বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছেন তা অবগত হন এবং যে সকল ডিপো/ইউনিট বেতন-ভাতা প্রদান করেনি তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধ, ডিপো/ইউনিটে মহামারী করোনায় গৃহীত/বাস্তবায়িত পদেক্ষপ এবং করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা ও যে কোন জরুরি অবস্থায় বিআরটিসি'র করনীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেন।

৩লক্ষ দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে ১৪১০জন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে বিআরটিসির সাথে এএফডি, পুলিশ, বিএমইটি, ব্র্যাক ও নিসচা এর চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, এএফডি, পুলিশ, বিএমইটি, ব্র্যাক ও নিসচা এর প্রতিনিধিগণসহ বিআরটিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ঢাকা-শিলিগুড়ি-সিকিম, গ্যাংটক ও ঢাকা-শিলিগুড়ি-দার্জিলিং আন্তর্জাতিক রুটে বাস চলাচলের লক্ষ্যে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করা হয়।

বিগত এক বছরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও উদ্বোধন সংক্রান্ত তথ্য।

মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ বিআরটিসির মতিঝিল ডিপোতে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিআরটিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ। এছাড়া ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখ বাদ জোহর বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ। মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয় ভবনটিতে আলোকসজ্জা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিআরটিসি চেয়ারম্যান দপ্তরের সম্মুখাংশে **"বঙ্গবন্ধু কর্নার"** স্থাপন করা হয়। গত ১১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়।

"সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২২মার্চ ২০২০ তারিখ সকাল- ১০.০০টায় বিআরটিসি'র কনফারেন্স রুমে অংশিজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, বিআরটিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও বিআরটিসির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত অংশিজনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিগণ।

শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিগণের নিরাপদে ও সহজে বিআরটিসি'র বাসে আরোহন ও অবতরণের জন্য ২০টি ডাবল ডেকার ও ১টি একতলা বাসে পোর্টেবল র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগকালীন/বিশেষ সেবা প্রদান (করোনাকালীন, বন্যা ও হরতাল):

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে, দুর্যোগকালীন সময়ে এবং ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলনে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বর্ণিত সেবাসমূহ অব্যাহত আছে।

১। গত অক্টোবর/২০১৯ হতে জানুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত শীতকালিন সময়ে উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রানভান্ডার হতে ৬৪ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ পিস শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণের কাজে বিআরটিসি'র ৪০০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়।

২। Covid-19 এর মহামারির সময়কালে (জানুয়ারী/২০২০ হতে মে/২০২০ পর্যন্ত) বিভিন্ন দেশ হতে আগত যাত্রীদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যাতায়াত এবং যাত্রীদের মালামাল পরিবহনের জন্য যথাক্রমে ১৯৪টি (একতলা এসি) বাস ও ১০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। জরুরী ভিত্তিতে কাজ করার জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ০২টি অত্যাধুনিক বাস ও ০২টি ট্রাক সার্বক্ষনিক নিয়োজিত করা আছে।

৩। গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর (২৮/০৩/২০২০ তারিখ) থেকে ঢাকাস্থ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুলভে ৭টি বাস ডিপোর মাধ্যমে ১৭টি (দ্বিতল ও একতলা) বাস সার্ভিস এবং চট্টগ্রামে ০৩টি বাসসহ সর্বমোট ২০টি বাস প্রদান করা হয়। উক্ত সার্ভিস বর্তমানে চলমান আছে।

৪। গত ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসে পিয়াজের দাম উর্ধ্বমুখি হওয়ায় বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পিয়াজ বিক্রয় কার্যক্রমে বিআরটিসি'র ১৫টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়।

৫। Covid-19 এর মহামারির সময়কালে (এপ্রিল/২০২০ ও মে/২০২০ মাসে) সংস্থার ট্রাক বিভাগের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রায় ৩৫ হাজার মেঃ টন চাল ও গম দেশের বিভিন্ন সরকারি খাদ্য গুদামে পরিবহন করা হয়। জরুরী খাদ্য পরিবহনের পাশাপাশি সরকারি সার, ঔষধ ও কৃষি পণ্য পরিবহনের কাজে ৪০০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়। বর্তমানে উক্ত পণ্য পরিবহন সেবা চলমান আছে।

৬। গত মে/২০২০ মাসে ঘূর্ণিঝড় আম্পান এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দক্ষিণাঞ্চলের জনসাধারণের সরকারি ত্রানসামগ্রি (যেমন: শিশুখাদ্য, ঔষধ ও শুকনা খাবার) বিতরনের জন্য বিআরটিসি'র ৪৪টি ট্রাক নিয়োজিত ছিল।

৭। ঈদ, হজ , বিশ্ব-ইজতেমা ও দেশের যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান চলমান রয়েছে।

৮। বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত আছে।

৯। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবিসহ অন্যান্য মহিলাদের বিভিন্ন গন্তব্যে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে বিশেষ সেবা প্রদান করছে।

১০। বিআরটিসি'র সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের মধ্যে দেশে কোন হরতাল/অবরোধ হয়নি। হরতাল/অবরোধে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি সার্ভিস অব্যাহত থাকে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ)

একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিআরটিসি ৩ টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও ১৭ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ (হালকা ও ভারী) এবং বিভিন্ন ট্রেড কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিআরটিসি হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চালকগণ দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ হাতে গাড়ি চালনা করে সড়ক নিরাপত্তা আনয়নে যেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তেমনিভাবে দেশের বাইরেও তাদের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিআরটিসি নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প যেমন অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০১৮ সাল থেকে চলমান Skills For Employment Investment Program (SEIP) দেশব্যাপী এবং Reaching Out of School Children (ROSC) এর আওতায় কক্সবাজার জেলায় মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। SEIP প্রকল্পের আওতায় আগামী ০৫ বছরে বি আর টি সি এর মাধ্যমে ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) দক্ষ চালক তৈরির নিমিত্তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মোটরযান ড্রাইভিং ও মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ (হালকা যানবাহন) এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত রয়েছে বি আর টি সি এর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ ১৯ জন ব্যবস্থাপক, ৯৮ জন ড্রাইভার প্রশিক্ষক এবং ৪৮ জন কারিগর প্রশিক্ষক। সেপ্টেম্বর-২০১৯ থেকে আগষ্ট-২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম নং	প্রশিক্ষণের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	বিআরটিসি নিজস্ব প্রশিক্ষণ	৬৩৭৪	
২	SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ	৫৫৫০	
৩	ROSC প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ	৭৫	

২। SEIP প্রকল্পের আওতায় BRTC-SEIP (ToT program) ট্রেইনারদের ট্রেনিং প্রদানের জন্য SEIP ও বিআরটিসির মধ্যে গত ২৭ নভেম্বর/২০১৯ তারিখে ৫,৩৬,৩৪,৬৬০ (পাঁচ কোটি ছত্রিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার ছয় শত ষাট) টাকা বাজেটে অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত ToT program এর আওতায় গত ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বিআরটিসি ও ৫টি প্রতিষ্ঠান (সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিএমইটি, ব্রাক, নিরাপদ সড়ক চাই) এর মাধ্যমে ১৪১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। করোনা মহামারির কারণে প্রকল্পটি এখনো শুরু করা যায়নি। তবে নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ হতে প্রকল্পটি শুরু করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

৩। নিরাপদ সড়ক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিআরটিসি এর তত্ত্বাবধানে ভারি যানবাহন চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে ৩ (তিন) লক্ষ ভারি যানবাহন চালক তৈরির একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কমিশনের প্রকল্পের ব্যয় যৌক্তিক ভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি দুই বছর মেয়াদী প্রকল্পটির ব্যয় ৫৭৮৮৯.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। বর্তমানে প্রকল্পটির ডিপিপি তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিআরটিসি'র বিশেষ কার্যক্রম

বিশেষ যাত্রী সেবা

জাতীয় দুর্যোগ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলন এবং অপ্রচলিত (Unconventional) রুটে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বনভোজন ও বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।

বাসে আসন সংরক্ষণ

বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনাভাড়ায় যাতায়াত সুবিধা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শণ সাপেক্ষে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা অব্যাহত আছে।

বিআরটিসি'র বিশেষ উদ্যোগ: যাত্রীসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে-

- বিআরটিসি'র সকল বাসে ধুমপান নিষিদ্ধ করে 'ধুমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার সংযোজন
- বিআরটিসি'র বাসে পুলিশ হেল্প লাইন ৯৯৯ নম্বরযুক্ত স্টিকার সংযোজন
- প্রতিটি বাসের সংশ্লিষ্ট কন্ডাক্টর ও চালকের ছবিসহ ড্রাইভিং লাইসেন্স, নাম, মোবাইল নম্বর ও গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বাসের অভ্যন্তরে প্রদর্শন করা হয়।

বিআরটিসি'র চ্যালেঞ্জ

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর কারণে যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহনে কাঙ্খিত রাজস্ব অর্জন না হওয়ায় বিআরটিসির কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচলের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রবল বাধার কারণে বিআরটিসি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনো রুটে গাড়ি পরিচালনা করতে পারছে না।

বিআরটিসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিআরটিসিতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হবে। সকল ডিপো/ইউনিটে ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন, পার্কিং সুবিধাসহ বহুতল ভবন নির্মাণ, নতুন ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো স্থাপন করা হবে। আধুনিক সুবিধা সম্বলিত প্রধান কার্যালয়সহ কর্মচারীদের আবাসন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস, ১০০টি স্কুল বাস, ২০০টি একতলা নন-এসি সিটি বাস, ২০০টি একতলা এসি সিটি বাস ও ১০০টি ভ্যান ট্রাক সংগ্রহ করা হবে।

একনজরে বিআরটিসি

- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা।
- যাত্রি পরিবহন করার জন্য সারাদেশে বিআরটিসি'র ২১টি বাস ডিপো রয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি মালামাল পরিবহন করার জন্য বিআরটিসি'র ০২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।
- দক্ষ জনবল গড়ার লক্ষ্যে ৩টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ১৭টি ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে।
- বিআরটিসি'র অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৬৫১৭জন। বর্তমানে এ সংস্থায় বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন ৩২৫৭জন এবং শূণ্য পদের সংখ্যা ২৬৩৬জন।
- বিআরটিসি'র বাস বহরে মোট বাস সংখ্যা ১৮৩৫টি তন্মধ্যে চলমান বাসের সংখ্যা ১৪৫০টি
- বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে মোট ট্রাকসংখ্যা ৫৮৮টি তন্মধ্যে চলমান ট্রাকের সংখ্যা ৫৭০টি
- বর্তমান সরকার কর্তৃক দুই মেয়াদে এনডিএফ এর আওতায় ২৭৫টি একতলা সিএনজি বাস, ইডিসিএফ এর আওতায় ১৫০টি এসি ও ১০৫টি নন-এসিসহ মোট ২৫৫টি সিএনজি এবং ভারত হতে ২৯০টি দ্বিতল বাস, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস এবং ৮৮টি একতলা এসি বাসসহ মোট ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজন করা হয়। ভারত হতে লাইন অব ক্রেডিট এর আওতায় আরো ৩০০টি দ্বিতল, ২০০টি এসি ও ১০০টি নন এসি বাস এবং ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ করা হয়।
- বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয় অফিস, ২১টি বাস ডিপো ৩টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ১৭টি ট্রেনিং সেন্টার, ২টি ওয়ার্কশপসহ অন্যান্য স্থাপনাগুলো মোট ৯১.৩১ একর জমির মধ্যে অবস্থিত রয়েছে।

জরুরী ফোন, মোবাইল, ই-মেইল নম্বরসমূহ

জনাব মোঃ এহছানে এলাহী (অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
ই-মেইল: chairman@brtc.gov.bd
ফোন (অফিস) - ৯৫৫৪৩৫০
মোবাইল - ০১৭২৬-৮৯৩৮৫১

ড. মোঃ জিয়া উদ্দিন (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
ই-মেইল: ziauddinshihab@yahoo.com
ফোন (অফিস) - ৯৫৫১৯৪৪
মোবাইল - ০১৭১৫-০২৬৯৬১

ড. নাসিম আহমেদ (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
ই-মেইল: nasim5905@gmail.com
ফোন (অফিস) - ৯৫৮৫৯০৯
মোবাইল - ০১৭৪০-৪৫২৩২৪

কর্ণেল মোঃ আনিসুর রহমান
পরিচালক (কারিগরী)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
ই-মেইল: anis4619@yahoo.com
ফোন (অফিস) - ৯৫৫৭৯৫২
মোবাইল - ০১৭২৭৩৬৯৩৯৩